২৮-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - "বাবা এসেছেন তোমাদের অনাথ থেকে সনাথ অর্থাৎ রাজার রাজা বানাতে, সকলেরই দুঃখ ঘুচিয়ে, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

প্রশ্ন:-*প্রতি কল্পেই বাবা এসে ওঁনার সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন ধরনের আথত্ (ধৈর্যের শিক্ষা) দেন ?*

উত্তর:- ওহে আমার মিষ্টি বাচ্চারা -তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, এত বিঘ্নের মধ্যেও বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা আর সকলেরই দুঃখ নিবারণ করা -এ তো কেবল একমাত্র আমারই কর্ম-কর্তব্যের কাজ। তাই তো আমি এসেছি, তোমাদেরকে এই অশান্তির রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে শান্তির রাম-রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে তোমাদের নিজধামে নিয়ে যাওয়া, তা তো আমারই দায়িত্ব।

গীত:- *ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন .....*
(তুমি তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে দিয়েই এবার আসো .....)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা তোমরা গীত তো শুনলে। বাচ্চারা তাদের পরমপ্রিয় পরমপিতাকে স্মরণ করছে, আবারও এখানে আসার জন্য -- এইভাবেই তারা কাতর আহ্বান করছে। যেহেতু এই দুনিয়াটা এখন সম্পূর্ণ রূপে মায়ায় আচ্ছন্ন রাবণ-রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যেখানে সবারই কেবল দুঃখ আর দুঃখ। আত্মারা নিজেরাই তা স্বীকার করছে, তারা খুবই পতিত হয়ে পড়েছে। সেখানে বাবা তাদের বলছেন যে - *'এই কারণেই প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে আমি অবতীর্ণ হই এই ধরাতে। ৫-হাজার বছর পূর্বেও আমি এসেছিলাম, এই কল্পের সঙ্গমযুগেও এখন আবার এসেছি আমি।* বাবা বাচ্চাদের সাহস যুগিয়ে বলেন - 'বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, এ সব কর্ম-কর্তব্য আমারই অভিনয়ের অংশ।' ব্রাহ্মণ বাচ্চারা পরমাত্মাকে কাতর আহ্বান করে ডাকে - 'বাবা আসো, তুমি এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও আর এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন করো। এই সময়ে আমরা সকল আত্মারাই একেবারেই অনাথ হয়ে আছি।' অনাথ তো তাদেরই বলা হয়, যাদের মাতা-পিতা থাকে না। তারা (অনাথ বাচ্চরা) সবাই দুঃখী হওয়ার কারণে সর্বদা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে সাবাই খুবই দুঃখী। যেহেতু সমগ্র দুনিয়াটাই এখন অশান্তিতে পরিপূর্ণ - তাই তো বাবা এসেছেন সকল অনাথ আত্মাদের এই দুঃখের দুনিয়া অর্থাৎ অশান্তির রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে শান্তির রাম-রাজ্যে অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য। বাবা আরও জানান - 'এটা কেবল ওঁনারই দায়িত্ব।' সমগ্র বিশ্বের তথা সকল আত্মাদের এই এক ও একমাত্র শিববাবাই হলেন, সমগ্র জগতের পিতা। তাই সমগ্র দুনিয়ার মানুষই তো সেই বেহদের বাবার উদ্দেশ্যে বলে - 'বাবা তাই তো তুমি এখন উপর (পরমধাম) থেকে তোমার সিংহাসন ছেড়ে নীচের এই মর্ত্যধামে এসেছ। তোমার আসন তো সেই ব্রহ্ম মহাতত্বে। আর এই দুনিয়া হলো জীবাত্মাদের দুনিয়া। পরমধাম হলো সকল আত্মাদের বসবাসের স্থান, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। তখন বাবা তাঁর বাচ্চাদের বোঝান যে, এ সবই হলো একটা সুখ-দুঃখের নাটক। দুঃখী হওয়ার কারণেই তো সকল আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মাকে এমন কাতর ভাবে আহ্বান করে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই তো এই গীতও রচিত হয়েছে। বাচ্চারা কি কি ভুল করেছে, কেনই বা এমন স্নেহবান বাবাকে ভুলে গেছে! যিঁনি

সর্বজ্ঞ, স্বয়ং গীতার ভগবান, এত সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে সর্বোৎকৃষ্ট রাজযোগের একমাত্র শিক্ষক, যিঁনি অনাথ আত্মাদের স্ব-নাথ অর্থাৎ রাজার রাজা বানান, আর আজ তাঁকেই তোমরা জানো না! অথচ, তাঁর গুণগান কীর্তনও তো আবার করো। এই গান তো তোমরাই গেয়ে থাকো - "হে অনাথের নাথ, একমাত্র তুমিই যে আমাদেরকে রাজারও রাজা বানাও।" শিববাবা একমাত্র ভারতকেই সেই অনাথ থেকে স্ব-নাথ বানিয়ে থাকেন। পূর্বে এই ভারত-ই ছিল একমাত্র সনাথ অর্থাৎ সকল দেশের সেরা ও সর্বদা সুখী আত্মাদের দেশ। পবিত্রতা-সুখ-শান্তি-আনন্দ-প্রেমে সমৃদ্ধশালী ছিল এই ভারতবাসী। ভারত তখন ছিল গৃহস্থ-আশ্রম ও পবিত্র স্বরূপের দেশ। তাই তো কেবল ভারত সম্বন্ধেই একথা উল্লেখ আছে যে, *১৬ কলা সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেশ।* কিন্তু সেই ভারতভূমী এখন কেমন অনাথ আশ্রমে পরিণত হয়েছে। ভারতবাসীরা তো তখন এটাও জানতো না যে, হিংসা বা অহিংসা কাকে বলে! জগতের লোকেরা তো কেবল বোঝে যে, গরু বা পশু ইত্যাদিকে মারা মানেই হিংসা। কিন্তু বাবা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলছেন যে, একে অপরের প্রতি কাম-বিকারী হওয়াটাই হলো প্রকৃত হিংসা। রাবণ রূপ বিকারের প্রবেশ ঘটাতেই সকল আত্মারাই এমন পতিতে পরিণত হয়েছে। বাবা আরও বলেন- *আমাদের সব থেকে বড় শত্রু হলো দেহ অভিমান। তারপরেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এই পাঁচ বিকারই হলো তোমাদের মহাশত্রু। যার কারণে আজ তোমরা এমন অনাথে পরিণত হয়েছো।* বাবা সকল ভারতবাসী আত্মাদের জিজ্ঞাসা করছেন -ওহে বাচ্চারা, তোমাদের মনে কি পড়ে, সত্যযুগে যখন তোমরা স্বনাথ ছিলে, তখন তোমরা কতই না সুখে ছিলে! সেই অবচেতন মনের স্মৃতিতেই তো এই দুনিয়ায় কোনও আত্মা দেহত্যাগ করলে, তার উদ্দেশ্যে বলে থাকো - তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন। অর্থাৎ এতদিন তা হলে তো তিনি নরকেই ছিলেন, তাই না! তাই তোমাদেরও অন্যদেরকে তা বোঝাতে হবে যে, ভারত এখন এমনই চূড়ান্ত পর্যায়ের নরকে পরিনত হয়েছে, তাই তো তাকে 'রৌরব' নরক বলা হয়। গরুড় পুরাণেও এমন কাহিনীর স্বীকৃতি আছে। তাতে যে নদীর উপমা দেওয়া হয়েছে তা জাগতিক কোনও জলের নদী নয়, যা বিষয় সাগর নদীকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন যেখানে সকল আত্মারাই একে অপরের সাথে সর্বদা গুঁতোগুতি ও লড়াই-ঝগড়া করছে। এরই কারণে একে অপরকে সর্বদা কাটতে যায়, দুঃখ দিতে থাকে। বাবা এসেই আমাদেরকে তা বোঝান, এটাই হলো দুঃখ-সুখের এক অবিনাশী (ড্রামা) নাটক। যার চিত্রপট অনেক আগে থেকেই লেখা হয়ে আছে। তবে এমনটা মোটেই হয় নয় যে, এক্ষুনি যা নরক ছিল, আবার মূহুর্তেই তা স্বর্গে পরিণত হয়ে যাবে। আবার এমনও নয় যে, যে সকল আত্মাদের কাছে অনেক ধনসম্পত্তি আছে, তারা স্বর্গেই বাস করছে, অর্থাৎ তিনিই সুখী। ধন-সম্পত্তিবান আত্মারাও এখন যথেষ্ট দুঃখী। কারণ সমগ্র দুনিয়াটাই যে এখন দুঃখের সাগরে পরিনত হয়েছে। তাই এখন এই বাবা এসে আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, *তোমাদের আসল ধন-সম্পদই হলো পরমাত্মা, যাঁকে তোমরা মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করে থাকো এবং গুণগান ও কীর্ত্তণও করো।'* জগতের মানুষেরা পরমাত্মাকে না জানার কারণে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাধা-কৃষ্ণকেও মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করে থাকে। পরমাত্মাই হলেন একমাত্র সমগ্র জগতের শ্রষ্ঠা, অথচ জগতবাসী কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধেই অবগত নয়। যদিও এ সবই হলো সৃষ্টি চক্রের নিয়ম। কিন্তু একে মায়ার চক্র বলা যাবে না অবশ্য। মায়া হলো আত্মার পাঁচ বিকার। জাগতিক অর্থে যদিও ধন-সম্পদকেই সম্পত্তি বলা হয়। কিন্তু, সম্পত্তিবান ভব, আয়ুস্মান ভব, পুত্রবতী ভব, ইত্যাদি এইসব আশীর্বাদী সম্পদ একমাত্র শিববাবাই দিয়ে থাকেন। ভক্তিমার্গের গুরুরাও আবার আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই এক ও একমাত্র পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমরা যাঁর গুণগান ও কীর্তন করে থাকো। অথচ গীতা পাঠ শোনার পরেই কত সহজেই বলে দাও- 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ'।

আরে, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভগবান হতে পারেন! জগতের মানুষেরা তো কেবল উপরওয়ালাকেই অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিভিন্ন রূপে আহ্বান করে। তোমরা আত্মারাও তো প্রতি জন্মেই নিজেদের রূপ পরিবর্তন করো। পরমাত্মা শিববাবার আসতে হলে তো কোনো মনুষ্য শরীরেই প্রবেশ করতে হবে। এমন তো হতে পারে না যে তিনি ষাঁড়ের শরীরেই প্রবেশ করবেন! তোমরাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলো – 'বাবা তুমিও আমাদের মতন রূপ পরিবর্তন করে কোনও মানুষের শরীরে প্রবেশ করো।' বাবা বলেন, - আমি কোনো ষাঁড়, কচ্ছপ বা মৎস্যের রূপে আসি না মোটেই।' কল্প শুরুর প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচণা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে দুজনেই আমাদের পিতার মার্যদা পাচ্ছেন। একজন হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা, যিঁনি অনাথদের রাজা বানান। তাই তো ওঁনাকে এত আহ্বান করা হয় এবং গুণগানও করা হয় যে, জ্ঞান সূর্যের প্রকাশ হয়েছে, এই বলে। কারণ এই এক ও একমাত্র পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সূর্য স্বরূপ এবং যিঁনি সর্বোচ্চ সন্মান ও আসনের অধিকারী। তাই ওঁনার এই খেলাকে তো বুঝতে হবে– তাই না! আর এই খেলা রচিত হয়েছে কেবল ভারতের উপরেই। বাকি ঘটনাগুলি সবই মূল গর্ভ নাটকের পার্শ্ব নাটক। ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নম্বর-ওয়ান। দৈবী ধর্ম, দৈবী কর্ম সব কিছুই ছিল শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যা এখন সেই ধর্মে-কর্মে সবকিছুতেই একেবারে ভ্রষ্টে পরিণত হয়েছে।

বাবা বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন, মুখ্য বা প্রধান ধর্ম চারটি। যার মধ্যে প্রধান ও প্রথমটি হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগ স্থাপনের কার্য এই এক বাবাই তো করবেন, -তাই না! যেহেতু তিনিই হলেন 'হেভেনলি গড ফাদার' অর্থাৎ স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা। বাবা বলেন – আমি প্রতি কল্পেরই শেষে কেবল এই সঙ্গমযুগেই এখানে আসি। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, তোমরা এখন স্বনাথে অর্থাৎ রাজায় পরিণত হতে যাচ্ছো। কারণ অনাথ আত্মাদের স্বনাথ বানাতে পারেন কেবল মাত্র এই একজনই বাবা। মনুষ্য আত্মা অপর মনুষ্য আত্মাদেরকে কেবল মাত্র অল্প কালেরই সুখ দিতে সক্ষম হয়। যেহেতু এই দুনিয়াটাই হলো দুঃখের দুনিয়া অর্থাৎ দুঃখধাম। এখানে সবাই সর্বদা কেবল ত্রাহি ত্রাহি করতেই থাকে। একদা এই ভারতই ছিল সুখধাম, কিন্তু এখন যা দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। যদিও সকল আত্মাই শান্তিধাম থেকে এসেছিলো, কিন্তু এখন তো এই অবিনাশী নাটকের প্রায় শেষ হতে চলেছে। আর এই শরীর তত্বও পুরানো হয়েছে। তাই এখন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিএ অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন, 'আমি এসেছি তোমাদের জন্য পবিএ স্বর্গ রাজ্য স্হাপনা করতে। যদিও অর্ধকল্প পূর্বেও তা পবিত্র রামরাজ্য হওয়ার কারণে তোমরাও কত পবিএ আত্মা ছিলে, পরের বাকি অর্ধকল্প রাবণ-রূপী বিকারের রাজ্য হওয়ার কারণে তোমরা এমন অপবিত্র হয়েছো। অর্দ্ধেক কল্প থাকে রাম-রাজত্ব, আর বাকী অর্দ্ধ কল্প হয় রাবণের রাজত্ব। *এখন আবার তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পিতার (গড ফাদারের) কোলে রয়েছো যেহেতু ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত হয়েছো। পরিবারের দাদা অর্থাৎ গ্রান্ড ফাদার হলেন স্বয়ং শিববাবা আর বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এটাই তোমাদের প্রকৃত পরিচয়।* তোমরা জানো যে, নিরাকার শিববাবা মনুষ্য (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশের দ্বারা তাকে আধার করে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন! আর সেখানে অবস্থান করেই তিনি সকল আত্মাদের সাথে বসে কথাও বলেন। সেই বাবাকেই আবার রুহানী সার্জনও বলা হয়। যিঁনি সকল আত্মাদের জ্ঞানের দ্বারা পবিএ হবার ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন। জগতের মানুষেরা তো বলে 'আত্মা নির্লেপ' অর্থাৎ কোনও গুণ বা অবগুণ আত্মা ধারণ করে না , কিন্তু আত্মা নির্লেপ হবে কিভাবে! কেননা প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের নিজের সংস্কারে যুক্ত। আর সেই অনুযায়ী তারা জন্মও নিয়ে থাকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তোমাদের পরমপিতা

পরমাত্মাকে তো জেনেছো। এক তাঁকেই তোমরা স্মরণ করতে থাকো এবং তাঁকেই পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা হিসাবেও মানো। আবার তাঁর উদ্দেশ্যেই বলেও থাকো - *"এক তুমিই হলে এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ পিতা আর তুমিই হলে সেই চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞানের সাগর শিববাবা।"* এই সকল জ্ঞান আত্মাই ধারণ করে। তথাপি সংস্কার অনুযায়ী ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন ও ধারণের মাধ্যমে অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রম অনুযায়ী তোমরা সত্যযুগের রাজায় পরিণত হবে। বাবার মধ্যেই তো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের সংস্কারে পরিপূর্ণ। সেই বাবাই তোমাদেরকেও সেই প্রকারের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, তোমরা সকল আত্মারাই মূলবতন (পরমধাম) থেকে এসেছো! তাই ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা যায় না। পরমাত্মা শিববাবা এসে আমাদের যে জ্ঞানের কথা শুনিয়ে থাকেন, তারই নাম রাখা হয়েছে 'গীতা'। বাবা স্বয়ং এসে এই রাজধানী স্থাপন করান। কেননা তিঁনি ব্যতীত অন্য কেউই এমন সুন্দর রাজধানী স্থাপন করাতে পারেন না। এখন আবার সেই রাজধানী স্থাপনার সময় উপস্থিত, অতএব সকল আত্মাকে অবশ্যই পবিএ হতেই হবে। তাই এখন বাবা এসে তোমাদেরকে (বি,কে) জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র ও জ্ঞান ধনে ধনী বানাচ্ছেন। ড্রামার সেই চিত্রনাট্যকে জগতের কেউই জানে না। যেহেতু এটা হলো অনাদি অবিনাশী এক ড্রামা। আর সকল আত্মারই তার নিজের নিজের অবিনাশী কর্ম-কর্তব্য অভিনয়ের অংশীদারিও রয়েছে। এমন কি স্বয়ং পরমাত্মারও নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা আছে এই ড্রামাতে। তাই তিঁনি সকল আত্মাদের বোঝান যে, *শিব অর্থাৎ কোনও বিশাল আকৃতির লিঙ্গ মোটেই নয়। ওঁনার নিজের তো একটা নামই আছে- 'পরমপিতা পরমাত্মা'। আত্মার প্রকৃত রূপ বা আকৃতি কি প্রকারের ? আত্মা হলো এক চকমক করা তারা, যা জ্যোতি স্বরূপ। তাই বলা হয়, ভ্রুকুটির মাঝখানে চমকানো এক আশ্চর্য প্রকৃতির তারা স্বরূপ।* আত্মা যদিও বা এত ছোটো, অথচ তার মধ্যেই ভরা থাকে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের এতসব অভিনয়ের পার্ট। যা খুবই আশ্চর্যের! বাবা জানাচ্ছেন, ওঁনার আত্মাতেও ওঁনার অভিনয়ের ভূমিকা আছে। উঁনি বলছেন- "ভক্তিমার্গে আমি তোমাদের জন্য কতই না সেবার কার্য করি। কিন্তু বর্তমানের এই সময়ে অর্থাৎ সঙ্গমযুগের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়টাই সবচেয়ে সুন্দর। এই ভাবেই কল্প কল্প ধরে প্রতি কল্পেই তোমাদের এই কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলতেই থাকে। আর আত্মাদের তা ধার্য হয়, তাদের পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে।" অবশ্যই যিনি সর্বপ্রথম, তিনি হলেন শিববাবা -সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বাবা তাঁর সমস্ত জ্ঞান-রত্নই সকল আত্মাদেরকেই বিলিয়ে দিতে চান। তিনি বলেন- বাচ্চারা, বর্তমান এই সময়ে রাজধানীর স্হাপনার কার্য চলছে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে পুরুষার্থ করো, যাতে প্রালব্ধে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা উচ্চ পদের প্রাপ্তি লাভ করতে পারো এবং বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারো। জগৎ-অম্বাকে (মাম্মাকে) বলা হয় জ্ঞানের দেবী। কিন্তু, তিনি এই জ্ঞান কার থেকে পেয়েছেন - অবশ্যই তা ব্রহ্মার থেকেই। আবার ব্রহ্মাবাবাকে এই জ্ঞান কে দিয়েছেন - যিঁনি স্বয়ং শিববাবা পরমাত্মা। ব্রহ্মার দ্বারাই আবার সকল ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারীরা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ করছে। যার ফল স্বরূপ, এই সকল ব্রাহ্মণ আত্মারা এই যজ্ঞের নিমিত্ত হতে সক্ষম হয়েছে। যাকে বলা হয় রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। আর এই যজ্ঞের দ্বারাই পুরানো দুনিয়ার যা কিছু আছে তা সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। উৎসব আদি যা কিছু তা সবই অনুষ্ঠিত হয় এই সঙ্গমযুগেই। জগতের মানুষেরা তো শিবরাত্রির বদলে তাকে আবার কৃষ্ণ রাত্রিও বলে থাকে। তাই কৃষ্ণের জন্মকেও তারা রাতেই দেখিয়ে থাকে। যেহেতু, তারা তো শিবরাত্রির প্রকৃত অর্থটাই জানে না। প্রকৃত অর্থে কলিযুগ হল রাত্রি আর সত্যযুগ হলো দিন। রাতে অর্থাৎ এই কলিযুগের শেষে শিববাবা স্বয়ং এসে আবির্ভূত হয়ে, সেই নিশুতি রাতকে উজ্জ্বল-দিন বানিয়ে দেন। (অর্থাৎ সত্যযুগের স্থাপনা করেন।) তাই তাঁর

আবির্ভাবের এই সময়কে বলা হয় 'শিব-জয়ন্তী'। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো বেহদের দিন, আর দ্বাপর ও কলি হলো বেহদের রাত। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা অর্থাৎ শিবশক্তি সৈন্যের ন্যায় এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গে পরিণত করবে। তাই তো তোমরা কতই না গোপনে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠন করে চলেছো। যাতে এই যোগবলের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্য বনিয়ে তার অধিকারী হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। যার দ্বারা সহজেই সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব লাভ হয়েছিল। এই যোগবলের দ্বারাই আত্মারা পবিত্র-পাবন হতে পারে। আর তখনই এই জ্ঞানও ধারণ করতে পারে আত্মারা। জগতের লোকেদের তো আত্মা কি, এই সাধারণ জ্ঞানটাই যে নেই। যদিও তা বি,কেদের আছে, তবুও এখনও অনেক মানুষেরই আত্মা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই। পরধামের বাসিন্দা আত্মাদের যদিও এই জ্ঞান আছে ঠিকই, কিন্তু তাদেরও সেই ভাবে পরমাত্মা বা জগতের স্রষ্টার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নেই। এইসব জ্ঞান একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই আছে। তাই তো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এত উচ্চ-পদের অধিকারী হয়ে এই পবিত্র সেবার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েছ। পরমপিতা পরমাত্মা এক অলৌকিক পরিব্রাজকের মতো আসেন তোমাদের অর্থাৎ ওঁনার সজনীদের গোরা পবিত্র বানাতে। এক প্রেমিক পরমাত্মা হলেন এই অলৌকিক পরিব্রাজক আর সকল প্রেমিকা আত্মারাই হলো তাঁর সজনী। প্রজা হওয়ার জন্য বা মুক্তিধামের বাসিন্দা হওয়ার জন্য তোমরা সকল আত্মারা এক বিশালাকার বরযাত্রী দলের মতন অপেক্ষায় আছো। কখন সাজন রূপ পরমপিতা এসে সকল আত্মাদের শৃঙ্গার করিয়ে নিজধামে নিয়ে যাবেন। তখন সকল আত্মারাই একত্রে মশার ঝাঁকের মতন তাঁর সাথে সাথেই যাবে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) *লাইট হাউসের মতন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হবে তোমাদের। তোমাদের লক্ষ্য বা দৃষ্টি যেন এমন হয়, এক চোখে শান্তিধাম আর অপর চোখে সুখধাম বিরাজ করে। বর্তমান জগতের এই দুঃখধামকে দেখেও যেন না দেখার ভান করতে হবে।*

২) *বাবার মতো সম্পূর্ণ জ্ঞানে ভরপুর হয়ে, বেহদের পবিত্রতার সুখ অনুভব করার লক্ষ্যে, পুরোপুরি পুরুষার্থ করে যেতে হবে। বাবার থেকে যে অমূল্য জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়েছে, অন্য সকল আত্মাদের মধ্যেও তা বিলিয়ে দিতে হবে।*

বরদান :- *বড় হৃদয়ের সেবার দ্বারা প্রত্যক্ষফল আদায়কারী আত্মা বিশ্ব কল্যানকারী ভব।*

বিস্তার :- যেসকল আত্মা বড় মনের আধারে সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাদের প্রত্যক্ষফলও উচ্চ মানের হয়। যে কোনও কাজই করো, সেটা স্বয়ং করো বা অপরের কার্য্যে সহযোগী হও, উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ ও উদার মনের অধিকারী হতে হবে। নিজের বা সাথী সহযোগী আত্মাদের প্রতি কখনো সংকীর্ণমনা হবে না। আত্মা উচ্চ মনের অধিকারী হলে, তখন মাটিও সোনা হয়ে যায়, আর দুর্বল আত্মাও শক্তিশালীতে পরিনত হয়, ফলে যে সফলতা অসম্ভব, তাও সম্ভবপর হয়ে যায়। এইজন্য "আমি"

"আমি" -কে অর্থাৎ আমিত্ব ভাবেকে বিসর্জন দিতে পারলেই, উচ্চ মনের আত্মারা অতি সহজেই বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে।

স্লোগান :- কারণ-কে নিবারণ বা সমাধানে পরিবর্তন করাই হল শুভ-চিন্তক হওয়া।